মসজিদে পৌঁছাতে যা ভেবেছিল তার চেয়ে কিছু বেশী সময় লাগল। স্কারবোরতে মাঝে মাঝেই রাস্তায় ভীড় লেগে যায়। মসজিদে ঢুকে দেখল এশার নামাজের জামাত শেষ হয়ে গেছে। অনেকেই সুন্নত এবং ওয়াজেব পড়ছে। চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মত নামাজী রয়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দৌলত মিয়াকে কোথাও দেখা গেল না। মন খারাপ করে মসজিদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জন, রহমতের সেল ফোন বেজে উঠল। দৌলত মিয়া। "রহমত ভাই, আপনারা কোথায়?"

"আমরা তো ভাই মসজিদের বাইরে। আপনাকে তো কোথাও দেখছি না।"

"আমি ভাই একটু আটকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আসছি। পাঁচ মিনিট।"

পাঁচ নয়, মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল দৌলত। তাকে দেখে বেশ সন্ত্রস্থ মনে হচ্ছে। দ্রুতপায়ে মসজিদের ভেতরে ঢুকে মিজান এবং রহমতকে নিয়ে এক কোনে গিয়ে বসল সে। অনেকেরই নামাজ পড়া হয়ে গেছে। তারা চলে যাচ্ছে। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন তাদের নামাজ শেষ করছে কিংবা জপ করছে। দৌলত নীচু গলায় বলল, "ভাই, কাল রাত থেকে হঠাৎ ফুড পয়জনিং। সবাই যা খেয়েছে, আমিও তাই খেয়েছি। মনটা দূর্বল হয়ে আছে। আমার স্ত্রীকে বলিনি যে আপনাদের সাথে দেখা করব। জানলে সে কিছুতেই আসতে দিত না। জুলেখার সাথে যে মেয়ে জ্বীনটা থাকে, চাঁদনী, তার অনেক ক্ষমতা। সবার সেটাই বিশ্বাস।"

রহমত বলল, "মসজিদের মধ্যে কি সে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে?"

শ্রাগ করল দৌলত। "মনে হয় না। জানেন নিশ্চয়, জ্বীনদের মধ্যেও মুসলিম আছে। তাদের নিশ্চয় মসজিদে প্রবেশ করতে কোন নিষেধ নেই। চাঁদনীর কি ক্ষমতা আছে কিংবা নেই, স্পষ্ট করে কিছুই জানি না আমি। কিন্তু তারপরও সাহস করে এলাম কারণ তাকে থামানো দরকার। এতো শান্ত, শিষ্ট একটা মেয়ে জুলেখা, এই শয়তানীটার হাতে পড়ে তার সমস্ত জীবনটা ছারখার হয়ে গেছে।"

রহমত বলল, "দৌলত ভাই, আপনি যা জানেন সব আমাদেরকে বলেন। কথা দিচ্ছি, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সব কিছু আমরা করব জুলেখা ভাবীর জন্য।"

দৌলত গলা আরোও নামিয়ে ফেলল। "জুলেখার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল। জামালপুরের কাছাকাছি আরেকটা গ্রাম আছে, আমিরগঞ্জ। সেই গ্রামের এক অবস্থাপন্ন পরিবারে ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা মা। ছেলেটা শিক্ষিত, ভদ্র ছিল। কলেজে পড়ায়। তার নাম আসলাম আলী। বাবার নাম জলিল মাতবর। জলিলকে ওদিকে সবাই কম বেশী চেনে। সে ঐ এলাকায় এক সময় চেয়ারম্যান ছিল, অনেক জমি জিরেত আছে। মানুষ ভালো। বিশ্বাস করবেন না, মাত্র এক সপ্তাহ পর আসলাম জুলেখাকে তালাক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কি হয়েছিল কেউ জানে না। কারণ তারা কাউকে কিছু বলে নি।"

মিজান বলল, "এটা কত বছর আগের ঘটনা?"

"তিন চার বছর হবে। এর কয়েক মাস পরেই জুলেখার বাবা মা আত্মহত্যা করে। মনে হয় এই অপমান তারা সহ্য করতে পারে নি। তারাও দশ গ্রামে পরিচিত ছিল, সবাই সম্মান করত। তাদের একমাত্র মেয়েকে কেউ এভাবে তালাক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেবে, চিন্তা করা যায়!"

রহমত মিজানের দিকে ফিরল। চোখাচোখি হল দু জনার। বন্ধুর চিন্তা ধারা ধরতে অসুবিধা হল না রহমতের।
"দৌলত ভাই, আপনি আমাদের কি করতে বলেন? আসলাম আলীর সাথে দেখা করলে কি কোন লাভ হবে মনে হয়?"
দৌলত ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার মনে হয় শুধু আসলাম না, আপনাদের উচিৎ গ্রামে গিয়ে জুলেখার আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলা। আমি তত কাছের আত্মীয় নই। অনেক কিছুই আমি জানি না। কিন্তু আমার ধারনা, কেউ না কেউ গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে। সেই তথ্য না জানলে ঐ ডাকিনীর হাত থেকে জুলেখাকে মুক্ত করা যাবে না।"
মিজান হতাশ কণ্ঠে বলল, "আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব হবে না। জুলেখাকে একা রেখে কি করে যাব?"
"আমি যাব," রহমত বলল। "বাংলাদেশে আমার কিছু ব্যবসা আছে। সেগুলো একটু দেখে এলাম, এই কাজটাও সেরে এলাম। কি বলিস?"
মিজান অবাক হয়ে বলল, "সত্যিই তুই যাবি?"
"হ্যাঁ। তুই তো আমাকে চিনিস। কোন রহস্য মাথায় নিয়ে আমি রাতে ভালো ঘুমাতে পারি না। যাবো আর আসব। সপ্তাহ খানেকের বেশী লাগার কথা নয়। ভাবিস না। যা জানার সব না জেনে ফিরব না।"
দৌলত সাবধানী কণ্ঠে বলল, "ভাই, যাবেন ভালো কথা, কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। জ্বীনদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের ধারনা তত পরিষ্কার নয়। কিন্তু চাঁদনী যদি কোনভাবে টের পায় আপনি সেখানে গেছেন ওর সম্বন্ধে খবর নিতে, তাহলে সে কিন্তু ভয়ানক ক্ষেপে যেতে পারে।"
মিজান সতর্ক কণ্ঠে বলল, "কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে জ্বীনরা?"
শ্রাগ করল দৌলত। "মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। কিন্তু দুষ্ট জ্বীনদের অনেক ক্ষমতা থাকে, এটা সবাই জানে।"
রহমত খুব একটা গায়ে মাখল না। "আমি অনেক শক্ত মনের মানুষ। আমার ক্ষতি করা অত সোজা নয়।"
দৌলতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন ফিরতি পথ ধরল তখন রাত এগারোটা। মিজান গাড়ী চালাতে চালাতে রহমতের দিকে ফিরল। "সত্যিই যাবি?"
রহমত বলল, "বন্ধু, এখন তো যেতেই হবে, রহস্য ঘনীভুত হচ্ছে। দেখি যদি টিকিট পাই তাহলে কালই রওনা দেব।"
বন্ধুকে ভালো ভাবেই চেনে মিজান। একবার মনস্থির করে ফেললে সেটা সে করেই ছাড়বে। রহমত গাড়িতে বসেই তার পরিচিত এক এজেন্টকে ফোন করল। বিশ মিনিটের মধ্যেই টিকিট কাটা হয়ে গেল। টরন্টো থেকে ঢাকা, সেখান থেকে গাড়ী ভাড়া করে জামালপুর চলে যাবে। পর দিনই ফ্লাইট।

রাতে বাসায় ফিরে দেখল জুলেখা ঘুমাতে চলে গেছে। আজও অন্য ঘরেই শুয়েছে। দরজা রোজকার মতই বন্ধ। মিজান নিজেও জামা কাপড় পালটে, দাঁত মেজে, বিছানায় চলে গেল। ক্লান্ত লাগছে। বয়েস হয়ে যাচ্ছে। আগের মত আর শক্তি পায় না যেন। মনে মনে

একটু আফসোসই হয় এখন। এই দ্বিতীয় বিবাহের ঝামেলায় তার যাওয়াটাই উচিৎ হয় নি। জিনিয়াই ঠিক। রহমত যদি থাকতে পারে, তাহলে সেও পারত। বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে গেল সে।

শেষ রাতে ঘুম ভাঙল। ফযরের নামাজের সময় এখনও হয় নি। বাইরে এখনও অন্ধকার। ঘুম ভাঙার কারণটা পরিষ্কার হল না। কয়েক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনল। মনে হচ্ছে কেউ করিডোরে হাঁটাচলা করছে। নিশ্চয় জুলেখা। কিন্তু এই সময়ে কি করছে সে? নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ল মিজান। রাতে সে দরজাটা ভিড়িয়ে রাখে, কখন বন্ধ করে না। দরজার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। করিডোরে আলো জ্বলছে। জুলেখার ঘরের বিপরীত দিকে পাশাপাশি দু'টা কামরা। বিছনা পত্র সব আছে। একসময় মালেক এবং জিনিয়ার ঘর ছিল। মালেক চাকরী পাবার পর বাড়ী ছেড়েছিল। নায়লা অনেক বলেছিল থাকতে, থাকে নি। মাকে বুঝিয়েছে, বাবা মায়ের সাথে থাকে শুনলে এই জীবনে কোন মেয়ের সাথে খাতির হবে না। তারা ধরেই নেবে সে একটা অপগন্ড। ছেলে চলে যাবার পরও ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখত নায়লা। মাঝে মাঝেই উইকএন্ডে চলে আসত মালেক। মাকে খুব ভালবাসত। মায়ের অনুরোধ সহজে ফেলতে পারত না। জিনিয়া মায়ের মৃত্যুর পরও এ বাড়ীতেই থাকত। মিজান বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করবার পর সে রাগ করে স্কারবোরতে একটা কামরা ভাড়া নিয়ে চলে যায়। তার ঘরটা সে যেভাবে রেখে গিয়েছিল, সেভাবেই আছে। মিজান ঘর দুটা তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। চাবি তার ড্রয়ারে রাখা থাকত। ওরা আবার কবে আসবে কে জানে? জুলেখা কামরা দুটো খুলে পরিষ্কার করছে। অবাক হবার পালা মিজানের।

গলা খাঁকারি দিয়ে দরজা খুলে বাইরে করিডোরে বেরিয়ে এলো সে। তাকে দেখে ফিরে তাকাল জুলেখা, চমকাল না। "ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম আপনার?"

"না, না। এমনিই ভেঙে গেল। তুমি কি করছ?"

"মালেক এবং জিনিয়ার ঘর ঠিক ঠাক করে রাখছি। আমার মন বলছে ওরা আসবে।" জুলেখা সহজ কণ্ঠে বলল। "বিছানার চাদরগুলো কবে শেষ বদলানো হয়েছে কে জানে। ঝাড়ু টাড়ুও দেয়া হয় না। চারদিকে বালুর আস্তর পড়ে আছে। আপনি ঘুমাতে যান। ফযরের নামাজের সময় হতে এখনও ঘন্টা খানেকের উপর বাকী।"

মিজান সাহস করে বলল, "আমি তোমার সাথে হাত লাগাব?"

মাথা নাড়ল জুলেখা। "লাগবে না। সামান্য কাজ। তাছাড়া আমার ঘুম আসছে না, ব্যাস্ত থাকতে ভালো লাগছে। আপনি ঘুমাতে যান।"

কথা বাড়ালো না মিজান। বিছানায় ফিরে এলো। জুলেখা কি কিছু আন্দাজ করেছে? জ্বীনের মাধ্যমে খবর পাওয়া কি সম্ভব? জ্বীন কি আদৌ মানুষের উপর আছর করতে পারে? অনেকে তো জ্বীন-ভুতের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলে। জুলেখা গুনগুন করে একটা গান গাইছে। খুব মায়া ভরা একটা গান। শুনতে শুনতে আবার চোখ লেগে এলো মিজানের।